পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার কমাতে মেহেরপুরে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একজন-দু’জন বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে। নদীতে ডুবে বা পুকুরে ডুবে মারা যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, তাদের সাঁতারটা জানা নেই। তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অন্তত তারা যদি সাঁতারটা জানে, তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো এড়ানো সম্ভব হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাঁতার প্রশিক্ষণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

বুধবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদে নবনির্মিত সুইমিং পুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরও বলেন, আজ মেহেরপুর সদরে সাঁতার কাটার এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হলো। অন্য উপজেলাতেওনির্দেশনা দেওয়া আছে, আজ থেকে সব উপজেলায় সাঁতার প্রশিক্ষণ চালু হবে। ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস টেন পর্যন্ত আপাতত পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে আমাদের ছেলে-মেয়ে যারা সাঁতার জানে না, তাদের এই পুকুরে বা নদীতে যেতে না দিই। সকলে একটু সচেতন থাকি, সতর্ক থাকি।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুরে প্রায়ই দেখা যায়, সাঁতার না জানার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। যোগদানের পর থেকেই এই ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক বাচ্চা মারা যাওয়ার খবর শোনা গেছে। আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জানিয়েছি, যেসব শিক্ষার্থী সাঁতার জানে না তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে, যাতে কোনো বাচ্চা প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে অথবা সাঁতার না জানার কারণে মারা না যায় কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়।

এছাড়াও এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.

আঞ্জুমান আরা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার রকিবুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

“বাংলা এডিশন” মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হলেন সেলিম রেজা

দেশের জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ‘বাংলা এডিশন’ প্রথমবারের মতো তিন বিভাগের জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন ধারার বাংলা এডিশন এর চেয়ারম্যান সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন ও সম্পাদক প্রকাশক মোঃ আল আমিন নির্দেশে মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক সেলিম রেজা। মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের রবিউল ইসলামের বড় ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বাংলা এডিশন নিউজ প্রধান মোঃ মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রটি গ্রহণ করেন তিনি।

প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিতিতে চিফ রিপোর্টার রাকিব জুয়েল, ন্যাশনাল ডেস্ক ও পোর্টাল ইনচার্জ বাদল হোসাইন, ন্যাশনাল ডেস্ক ইনচার্জ (ডিজিটাল) জাহিদ হাসান, ফজলে রাব্বী পলাশ (বিপণন ও মানবসম্পদ বিভাগ), ফয়সাল আহমেদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক) হেড অব সোশ্যাল মিডিয়া, মোঃ খালিদ ওয়ালিদ তানভির চিফ অপারেটিং ইনচার্জ, ডেপুটি হেড অব নিউজ আতিক হাসান। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া হয় পরিচয়পত্র, নিয়োগপত্র, বাংলা এডিশনের লোগো সংবলিত বুম ও উপহার সামগ্রী।

বাংলা এডিশন এর দায়িত্ব পালনে মেহেরপুর জেলার সকল সংবাদকর্মীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

এদিকে, বাংলা এডিশন এর সুযোগ পাওয়ায় জেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মশাল মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে।

দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। কিন্তু জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ তার অনুসারীরা এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়ন ঘোষণা পর দিন থেকেই তারা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের গ্রুপ এবং বর্তমান জেলা সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছে। মোটরসাইকেল ও অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে উপজেলা বাজার হয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।

মশাল মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহবান জানান গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সাজেদুর

রহমান বিপ্লব সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলার কৃষকবৃন্দ।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়
৯০০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার, ১৬০ জন কৃষকের মাঝে তাহেরপুরি পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১,৭০০ জন কৃষকের মাঝে ২০ কেজি গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মোট ৩,০৬০ জন কৃষক এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় জেলা পরিষদ কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ সরোয়ার উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহিন ইকবাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম রোকনুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁন নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের মানবিক দায়িত্ব

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে অসহায় ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আমাদের সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব। প্রশাসন সবসময় তাদের পাশে থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, উপজেলা প্রশাসন সবসময় সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছে। এ ধরনের উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রিতম শীল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) স্থানীয় সরকার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখে আনন্দের ঝলক ফুটে ওঠে। উপজেলা প্রশাসনের এমন মানবিক উদ্যোগ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করলেন ডিসি

মেহেরপুর জেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বিদ্যালয়ে আগমন করলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক প্রথমে সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের

বলেন, সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কাজ করবেন, তা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব।

পরিদর্শনের সময় তিনি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ঘুরে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং কোনো দিক থেকে কম নয়।

ডিজিএম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পেশার দিক তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভাল মানুষ হওয়াও জরুরি। যদি ভাল মানুষ না হও, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে না।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক সন্ধানী সংস্থা ও সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মোকলেছুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা জাপানি দাতাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়া সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকেলে মিছিলটি গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু এবং পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা।

মিছিলে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা “অবৈধ মনোনয়ন মানি না, মানবো না”, “অপ্রত্যাশিত মনোনয়ন বাতিল চাই”, “মিল্টন ভাইয়ের মনোনয়ন চাই” স্লোগান দেন।

মিছিলে বক্তারা বলেন, জাভেদ মাসুদ মিল্টন মেহেরপুরের ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতা, তাই দলের স্বার্থে তাঁকেই মনোনয়ন দিতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ

হোসেনের নির্বাচনী গণসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। গতকাল সোমবার বিকেলে নওয়াপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমার ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কোনো ভুলভ্রান্তি মনে রেখে ধানের শীষকে ভুলে গেলে চলবে না। ধানের শীষ প্রতীক মেহনতী মানুষের প্রতীক। ধানের শীষ মানে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। এই ধানের শীষের প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়ে আপনারা গত ১৬ বছর বিভিন্ন সময়ে জেল জুলুম হামলা মামলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধানের শীষকে বিজয়ী করলেই মানুষের মুক্তি মিলবে, দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীককে ভোট দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাস্টার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আমজাদ হোসেন একজন সৎ ও যোগ্য নেতা। ২০০৮ সালে এমপি থাকাকালীন সময়ে তাকে নানা নির্যাতন, জেল, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। এসব বিবেচনায় কেন্দ্র তাকে এই আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। যেকোনো মূল্যে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে এই আসনটি উপহার দিতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুলেরী আলভি, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি রেজওয়ান হক ইমন, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সহ সভাপতি সোহেল রানা, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক সেবকদলের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল হাসান শাওন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন সহ

স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এই গণসংযোগে স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে প্রার্থী ভোটারদের কাছে তার মনোনয়ন ও নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

গাংনীতে লাখ টাকায় নির্মিত “আমাদের গাংনী” ফলকের উদ্বোধন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীরে এক লাখ দশ হাজার টাকায় নির্মিত “আমাদের গাংনী” ফলকের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে এই ফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমসূচীর আওতায় গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস এই ফলক নির্মাণ করেছে। ফলকটি মূলত গাংনী উপজেলার পরিচিতি ও সমৃদ্ধি তুলে ধরতে নির্মিত হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ফলকের মাধ্যমে স্থানীয় ও বাইরে আগত মানুষের মধ্যে গাংনীর পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন।